রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ৮, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ কার্তিক ১৪২৪ বাংলা/ ০২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং: স্বাপকম/স্বাসেবি/এনটিসিসি/সারচার্জ/২০১৫/১৭৭।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত "স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭" প্রণয়ন করিল।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭

১. শিরোনাম:

এই নীতি স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ও অন্যান্য উৎস থেকে আহরিত অর্থ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত **"স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭"** নামে অভিহিত হবে।

২. প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতির চিত্র ভয়াবহ। Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2009 অনুসারে বাংলাদেশে ৪ কোটি ১৩ লাখ (৪৩%) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক সেবন করে। আর পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয় প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪ কোটি ৩০ লাখ মানুষ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ২০০৪ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর তামাকজনিত রোগে মারা যায় ৫৭,০০০ জন এবং পঙ্গুত্বরণ করে ৩,৮২,০০০ জন। এছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির জন্য তামাক চাষ, তামাকজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার হুমকি স্বরূপ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর ৬০ শতাংশের জন্য দায়ী অসংক্রামক রোগ।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

তামাকের এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে প্রথমবারের মত সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর 'স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ' আরোপ করা হয়। তামাকজাত দ্রব্য হতে সারচার্জ আদায় সংক্রান্ত বিধিমালা ১ জুলাই ২০১৪ খ্রিঃ হতে কার্যকর করা হয়। এ আইন অনুসারে আমদানিকৃত এবং দেশে উৎপাদিত সকল তামাকজাত দ্রব্য হতে ১% হারে (অর্থনৈতিক কোড ২২১২ এর মাধ্যমে) স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ সংগৃহীত হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সারচার্জ সংগ্রহের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

৩০-৩১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এবং Inter-Parliamentary Union আয়োজিত দক্ষিণ এশীয় স্পীকার সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারচার্জের অর্থ ব্যবহার করে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং তামাকজাত দ্রব্যের উপর প্রচলিত জটিল কর-কাঠামো সহজীকরণ ও উচ্চহারে করারোপের ব্যবস্থাসহ একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের ঘোষণা দেন।

৩. এফসিটিসি, আইন, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, এসডিজি এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সারচার্জ ব্যবহারঃ

বাংলাদেশ সরকার ২০০৪ সালে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি [WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)] এফসিটিসি অনুসমর্থন করে। এফসিটিসি এর আর্টিকেল ৬ এবং আর্টিকেল ২৬ এ তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি এবং আদায়কৃত করের অর্থ তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার অসংক্রামক রোগের অন্যতম প্রধান কারণ। ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোকের মতো অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে তামাক নিয়ন্ত্রণের কোন বিকল্প নেই। Sustainable Development Goals (SDGs) এর তৃতীয় লক্ষ্যমাত্রা 'সবার জন্য সুস্বাস্থ্য' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে FCTC বাস্তবায়ন এবং অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধকে কৌশল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি (২০১১) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এছাড়া সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অসংক্রামক রোগ ও তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সারচার্জের অর্থ তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে ব্যয় করার জন্য এই নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অতীব জরুরি।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

৪.১ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকজনিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ;

৪.২ তামাকজাত দ্রব্য হতে অর্জিত স্বাস্থ্য করের দীর্ঘস্থায়ী ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা;

৪.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে Sustainable Development Goals (SDGs)-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে লক্ষ্য অর্জনে অর্থ যোগান;

৪.৪ তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকজনিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে কার্যরত সংস্থাসমূহের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

৪.৫ তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন ও সুরক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করা;

৪.৬ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল কর্তৃক জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৫. তামাক নিয়ন্ত্রণ ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে অর্থায়নের উৎস:

৫.১ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের অর্থ আইন, ২০১৪ অনুসারে আমদানিকৃত এবং দেশে উৎপাদিত সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর আরোপিত ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ;

৫.২ এছাড়া জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যে কোন দ্রব্যের উপর ভবিষ্যতে আরোপিত সারচার্জ;

৫.৩ তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং অসংক্রামক রোগের প্রতিরোধ, জনস্বাস্থ্য সহায়ক নীতি বা কার্যক্রমের পরিপন্থী নয় এমন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ;

৫.৪ সরকারি অন্য কোন খাত হতে প্রাপ্ত অর্থ।

৬. তামাক নিয়ন্ত্রণ ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে সংগৃহীত অর্থ জমা ও ব্যবহার পদ্ধতি

৬.১ তামাক নিয়ন্ত্রণ ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ৫.১-৫.৪ নং ক্রমিকে উল্লিখিত উৎসসমূহ হতে ইতোমধ্যে সংগৃহীত এবং ভবিষ্যতে সংগৃহীতব্য সকল অর্থ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডের মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে। উক্ত জমাকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ পরবর্তীতে প্রতিবছর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ খাতে ব্যয় করা হবে। অর্থাৎ আদায়কৃত অর্থ প্রথমে সরকারের আয় হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমা হবে এবং উক্ত আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ পরবর্তী সময়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ খাতে ব্যয়িত হবে।

৬.২ ৫.১ নং ক্রমিকে উল্লিখিত 'স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ' বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য ২২১২ নং অর্থনৈতিক কোড ইতোমধ্যে সৃজন করা হয়েছে এবং উক্ত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে। তবে ৫.২-৫.৪ নং উৎসসমূহ হতে ভবিষ্যতে কোন অর্থ সংগ্রহ করা হলে তা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক পৃথক অর্থনৈতিক কোড সৃজন করতে হবে।

৬.৩ ৫.১-৫.৪ নং ক্রমিকে উল্লিখিত সকল উৎস হতে প্রাপ্ত এবং ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য অর্থের সমপরিমাণ অর্থ তামাক নিয়ন্ত্রণ ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ খাতে ব্যয়ের জন্য বর্তমানে পৃথক কোন অর্থনৈতিক কোড না থাকায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ব্যয়ের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক কোড সৃজন করতে হবে।

৭. তামাকজাত দ্রব্য হতে আদায়কৃত সারচার্জের ব্যবস্থাপনাঃ

৭.১ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ হতে সংগৃহীত প্রতিবছর আদায়কৃত অর্থের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে **"স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা কমিটি"** নামীয় একটি কমিটি গঠিত হবে।

১)	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
৩)	অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য),স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪)	অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য

৯)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১)	সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১২)	লাইন ডিরেক্টর (অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৩)	তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি{সরকার কর্তৃক মনোনীত ০২ (দুই) জন}	সদস্য
১৪)	প্রধান নির্বাহী/সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল	সদস্য-সচিব

৭.২ সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৭.৩ কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৭.৪ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৭.৫ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য বা তাঁদের আত্মীয় বা তাঁদের অধীন কোন সংগঠন আলোচ্য খাত হতে কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না।

৭.৬ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মপরিধি:

৭.৬.১ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ অর্থ ব্যয়ে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

৭.৬.২ এই অর্থ ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত খাতসমূহ নিয়মিত বিশ্লেষণ, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন;

৭.৬.৩ এই অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়মিত পরিবীক্ষণ;

৭.৬.৪ প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞ কমিটি ও কারিগরি কমিটি গঠন;

৭.৬.৫ তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকজনিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেগ্রহণে কারিগরি পরামর্শ প্রদান;

৭.৬.৬ তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকজনিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনে নতুন কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৭.৬.৭ সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব।

৮. স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ও অন্যান্য উৎস হতে আহরিত অর্থ ব্যবহারের খাতসমূহ:

তামাকের ভয়াবহতা রুখতে এবং তামাকের চাহিদা ও যোগান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ অর্থ ব্যবহার করা হবে। তবে কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে অর্থ ব্যয়ের অগ্রাধিকার মূল্যায়ন, পুনঃনির্ধারণ ও নতুন নতুন অগ্রাধিকার যুক্ত করতে পারবে। সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত খাতসমূহ অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হবে।

৮.১ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল-এর কার্যক্রম পরিচালনা;

৮.২ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য অর্থায়ন;

৮.৩ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সকল পর্যায়ে টাস্কফোর্সের কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা;

৮.৪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে Tobacco Tax Cell (TTC) এর কার্যক্রম পরিচালনা;

৮.৫ তামাকের ক্ষতিকর দিক এবং তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণমাধ্যম তথা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা;

৮.৬ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

৮.৭ তামাকের ব্যবহার ও ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ, গবেষণা;

৮.৮ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৮.৯ সরকারি বিভিন্ন ক্যাডারের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে কর্মসূচী/কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.১০ কমিউনিটি-ভিত্তিক তামাক বিরোধী ও আইন সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.১১ তামাকের ব্যবহার ত্যাগ করার লক্ষ্যে জাতীয় কুইটলাইন স্থাপন;

৮.১২ তামাকজনিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা;

৮.১৩ তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকজনিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে কর্মরত সংস্থাগুলোর জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা;

৮.১৪ তামাক চাষ রোধকল্পে সাধারণ জনগণের মধ্যে জনচেতনতা সৃষ্টি এবং তামাক চাষীদের বিকল্প ফসল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণ।

৯. **হিসাব নিরীক্ষা:** স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র গৃহীত আর্থিক ব্যয়ের নিরীক্ষা কার্যক্রম সরকারি বিধি মোতাবেক সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে সম্পন্ন করা হবে।

১০. **মূল্যায়নঃ** স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সরকারি বিধি মোতাবেক সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে মূল্যায়ন করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ রূহুল কুদ্দুস
যুগ্ম-সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd